যায়যায়দিন

তারিখ 09 JAN 2008
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ২

প্রেসিডেন্টের কাছে রাবির ১০ শিক্ষার্থীর অভিভাবক

আমাদের সন্তানদের ফিরিয়ে দিন

রাজশাহী অফিস

গত বছরের আগস্টে ছাত্র বিক্ষোভের সময় গোয়েন্দা সংস্থা ডিজিএফআইয়ের গাড়ি পোড়ানো মামলায় সাজাপ্রাপ্ত রাজশাহী ইউনিভার্সিটির ১০ শিক্ষার্থীর সাজা মওকুফের আবেদন জানিয়েছেন তাদের অভিভাবকরা। গতকাল দুপুর ১২টায় রাজশাহী প্রেস ক্লাবে সংবাদ সম্মেলন করে প্রেসিডেন্ট, চিফ অ্যাডভাইজর, ল অ্যাডভাইজরসহ সরকারের কাছে এ আবেদন জানান তারা। শিক্ষার্থীদের শিক্ষা জীবন নিশ্চিত করার স্বার্থে, পরিবারগুলোকে অনিশ্চয়তা থেকে ফিরিয়ে আনতে এবং দেশ, জাতি ও মানব কল্যাণে ভূমিকা রাখার সুযোগ করে দিতে সাজাপ্রাপ্ত সন্তানের মুক্তি চান অভিভাবকরা।

সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন সাজাপ্রাপ্ত শিক্ষার্থী দীপায়ন সরকার দীপের বাবা সুভাষ সরকার, মিজানুর রহমান মিঠুর মা ল্যায়লা আঞ্জুমান বানু, আবদুল আজিজ বিন কামাল উজ্জ্বলের ছোট বোন আয়েশা সিদ্দিকা শিমুল, কাজী আবদুল লতিফের ছোট ভাই সাইদুল ইসলাম, সাখাওয়াত হোসেনের বাবা আবদুস সামাদ মিয়া, এস এম ফখরুল ইসলামের বাবা শাহ মোহাম্মদ ইব্রাহীম, আয়েন উদ্দিনের বাবা হাবীবুর রহমান ও বড় বোন রেহেনা পারভীন, আবু সায়েমের বাবা মাহফুজ আলী এবং শামীম আহমেদের ভগ্নিপতি ময়নুল ইসলাম। সাজাপ্রাপ্তদের সহপাঠী ও রাজশাহী ইউনিভার্সিটির সাধারণ শিক্ষার্থীরাও অংশ নেন সংবাদ সম্মেলনে।

লিখিত বক্তব্যে বলা হয়, গত বছরের আগস্টে ঢাকা ইউনিভার্সিটির ঘটনার জের ধরে সারা দেশে ছাত্র বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। ২২ আগস্ট রাজশাহী ইউনিভার্সিটিতেও বিক্ষোভ হয় এবং বেশ কিছু অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটে। ওইদিন যখন ইউনিভার্সিটির পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে উঠছিল তখন কে বা কারা ঘটনাকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করতে সামরিক গোয়েন্দা সংস্থা ডিজিএফআইয়ের গাড়ি পুড়িয়ে দেয়। এ ঘটনায় ২৮ আগস্ট থানায় মামলা হয়। এতে আসামি করা হয় আমাদের সন্তানদের। ১২ ডিসেম্বর মামলাটির রায়ে প্রত্যেককে তিন বছরের জেলসহ অর্থদণ্ড দেয়া হয়।

অভিভাবকরা বলেন, কোর্টের রায়ের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস রেখে এবং আমাদের সন্তানদের ভবিষ্যতের কথা বিবেচনা করে তাদের সারেন্ডার করানোর সিদ্ধান্ত নিই। সারেন্ডারকারী শিক্ষার্থীদের অধিকাংশই শিক্ষা জীবন শেষ করেনি। অনেকেরই সামনে ফাইনাল পরীক্ষা, কারো ভর্তি পরীক্ষা বা ভর্তি ফরম পূরণের কাজ চলছে, কারো বা শুরু হয়েছে ক্লাস। এ অবস্থায় দণ্ডাদেশের কারণে তাদের শিক্ষা জীবন বিপন্ন হওয়ার পথে। শিক্ষা জীবন বিপন্ন হলে তাদের ভবিষ্যৎ ও আমাদের পরিবার চরম অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়বে। কারণ আমরা প্রত্যেকেই দরিদ্র কৃষক বা নিম্নবিত্ত পরিবারের চাকরিজীবী। আমাদের পরিবারের হাল ধরার একমাত্র সম্বল এ সন্তানরা। সাজাপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের মধ্যে এমনও রয়েছে যাদের বাবা-মা বেঁচে নেই। তবুও সব প্রতিকূলতা পেরিয়ে তারা দেশের অন্যতম সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হয়েছিল। তাদের শিক্ষা জীবনের সুন্দর সমাপ্তির ওপরই নির্ভর করছে পরিবার এবং দেশ ও জাতির ভবিষ্যৎ।

> সারেন্ডারকারী শিক্ষার্থীদের অনেকেরই সামনে ফাইনাল পরীক্ষা, কারো ভর্তি পরীক্ষা, কারো শুরু হয়েছে ক্লাস। এ অবস্থায় দণ্ডাদেশের কারণে তাদের শিক্ষা জীবন বিপন্ন হওয়ার পথে

তারা বলেন, ২২ আগস্ট গাড়ি পোড়ানোর সময় আমাদের সন্তানরা অনেকে পরীক্ষা শেষ করে পারিবারিক কাজে বাড়িতে অবস্থান করছিল। আর যারা রাজশাহীতে ছিল তাদের কাছে জানতে পারি তারা কেউই ঘটনার সঙ্গে জড়িত ছিল না। ডিজিএফআইয়ের গাড়ি যখন পোড়ানো হয় তখন তারা হলে বা মেসে অবস্থান করছিল, কেউ রুমে বসে ভাত খাচ্ছিল, কেউ বন্ধুদের সঙ্গে ছিল, কেউ টিভিতে সংবাদ দেখছিল।

সংবাদ সম্মেলনের আগে সকাল পৌনে ১১টায় অভিভাবকরা রাজশাহী ইউনিভার্সিটির ভিসি প্রফেসর ড. এম আলতাফ হোসেনের মাধ্যমে প্রেসিডেন্টের কাছে সাজা মওকুফ এবং মামলা প্রত্যাহারের একটি আবেদন পাঠান। সেখানে আবেদনপত্রে তারা বলেন, জেলবন্দি হওয়ায় তাদের সন্তানদের ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তায় পড়েছে। সাজাপ্রাপ্তদের অতীত রেকর্ড অনুযায়ী তারা কখনো রাষ্ট্র ও সমাজ বিরোধী কোনো কাজে লিপ্ত হয়নি, যা কোর্টের রায়েও বলা হয়েছে। ছাত্র বিক্ষোভের ঘটনায় শিক্ষকদের সাজা মওকুফ এবং নিঃশর্ত মুক্তি দিয়ে প্রেসিডেন্ট যে মহানুভবতার পরিচয় দিয়েছেন তাতে আমরা আশান্বিত হয়েছি। আমরা অনুরোধ করছি আমাদের সন্তানদেরও ফিরিয়ে দিন আমাদের মধ্যে।